Text Book

দৈনিক সংবাদ

~~027~~ 026

তারিখ 20 AUG 1986
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১ ...

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার, ৩রা ভাদ্র, ১৩৯৩

টেক্সট বুক বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই

গত ১৫ই আগষ্ট একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকাতেই। চিঠির বিষয় হল সংক্ষেপে এই যে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক ১৯৮৪ শিক্ষাবছর থেকে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত বাংলাদেশের ইতিহাস বইয়ের (পুনঃমুদ্রণ ১৯৮৫) ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের পাকিস্তানী আমলে বাংলাদেশ অধ্যায়-এর ২০০ পৃষ্ঠায় স্বাধীনতা ঘোষণায় তথ্য এবং একই বোর্ডের ১৯৮৫ শিক্ষা বছরের জন্য উপরোক্ত শ্রেণীদ্বয়ের আধুনিক পৌরনীতি সংশোধিত সংস্করণ : ১৯৮৫) বইয়ের ২য় ভাগের প্রথম অধ্যায়ের বাংলাদেশ-অভ্যুদয় অধ্যায়ের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধ শিরোনামে ১২১ পৃষ্ঠায় স্বাধীনতা ঘোষণার তথ্য এক নয়।

স্বাধীনতা ঘোষণার তথ্য নিয়ে যে বিতর্ক রাজনৈতিক অঙ্গনে ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর শুরু হয়েছে তাকে ঘিরে বহু বাদানুবাদ, রাজনৈতিক মঞ্চে বক্তৃতা-বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতির সাথে দেশবাসী কমবেশী পরিচিত।

পাঠ্যপুস্তকে একই বোর্ডের দু'টি বইয়ে ঠিক সেই ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যই স্থান পেয়েছে। একটি বইয়ে একটি তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। অপর বইয়ে একই বিষয়ে ঠিক তার বিপরীত তথ্য স্থান পেয়েছে।

পত্রলেখক সঙ্গতভাবে জানতে চেয়েছেন এদেশের ছাত্রসমাজ কোন্ তথ্যকে সঠিক বলে গ্রহণ করবে এবং দেশবাসী কবে এসব বিভ্রান্তিকর ও পরস্পরবিরোধী তথ্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

পত্রলেখক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র।

আমরা এ বিতর্কের পুনরাবৃত্তি না করে শুধু জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট জানতে চাই যে, তারা এ দু'টো পরস্পরবিরোধী তথ্যকে একই সাথে সত্য বলে কিভাবে গ্রহণ করলেন এবং বইয়ে তা পরিবেশন করলেন।

তারা বলতে পারেন দু'টি বইয়ের লেখক দু'জন। কিন্তু একই বিষয়ের ওপর দু'টি তথ্যই সঠিক এবং সত্য হতে পারে না। একটিকে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে এবং অপরটি সত্য নয় বলেই নাকচ করতে হবে।

বই দুটি তারা যে আদ্যোপান্ত দেখে দেননি একই তথ্য সম্পর্কে দু'ধরনের ভাষ্য ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা থেকে তাই অনুমান করা চলে। এ না দেখে দেওয়ার প্রবণতা এবং চোখ বুজে যেকোন লেখা অনুমোদনের এই নজির প্রমাণ করে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিষ্ঠার পরিচয় রাখতে পারেননি।

তথ্যকে বিকৃত করার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে। ইতিহাসকে এভাবে বিকৃত করার নজির নতুন নয়।

নতুনত্ব এখানে এটাই যে, একই কর্তৃপক্ষ দু'টি বক্তব্যকে স্থান দিয়েছেন। স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য আমাদের জীবনকালের ঘটনা। স্বাধীনতাযুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষ জড়িত এমন বহু ব্যক্তি তাদের বিভিন্ন পুস্তকে স্বাধীনতা ঘোষণা সংক্রান্ত সঠিক তথ্যটি যথারীতি টেপরেকর্ড এবং হাতের লেখার প্রতিলিপি ছাপিয়ে প্রমাণ করেছেন। কেউ তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে সে কথা ভিন্ন। তাই বলে একই কর্তৃপক্ষ দু'জনের বক্তব্য এভাবে প্রকাশ করতে পারেন না যে, এটাও সত্য, ওটাও সত্য।

তথ্যের বিশ্লেষণ এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিচার এক কথা। কারণ, সেখানে দ্বিমত অর্থাৎ একাধিক মত থাকতে পারে। কিন্তু তথ্য গাণিতিক সত্যের মতই। তার দু'টো ভিন্ন রূপ সম্ভব নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে টেক্সট বোর্ড একই সঙ্গে একই অঙ্গে দ্বৈতরূপ ধারণ করেছে।

ইতিহাস সঠিক ভাবে তুলে ধরার দাবী বার বার করা হয়েছে, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র' নামে ইতিমধ্যেই ১৫টি খণ্ড ছাপা হয়েছে। কোন তথ্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে এটা তারা এখন অবশ্য মিলিয়ে দেখতে পারেন। যখন আলোচ্য পুস্তক দুটো ছাপা হয়েছে তখন সে সুযোগ ছিল না; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, দুটি বইয়ে একই তথ্য এক একজনের ইচ্ছেমত তার (লেখকের) দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ছাপা হবে এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ দু'জনের একই ঘটনার উপর ভিন্ন বক্তব্যের স্থান দিবেন।

অবশ্যই তারা একটিকে বেছে নিবেন এবং সেটিই পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে কিনা দেখে তবে বইটি অনুমোদন করবেন। যদিও দেশবাসী আশা করে যে, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার এবং কারুর অহমিকা চরিতার্থ করার মানসিকতাকে ভুল তথ্য সন্নিবেশিত করে উৎসাহ দ্বারা অভিসিঞ্চিত করা উচিত হবে না।

এ গেল নীতির কথা। কিন্তু এখানে তো নীতির চেয়ে আরও একটি মারাত্মক প্রমাদকে স্থান ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একটি বিষয় অর্থাৎ স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিয়েছিলেন, এ নিয়ে যে দু'টি ভাষ্য রাজনৈতিক মহলে প্রচারিত হয়ে আসছে, সেই দুটি বক্তব্যকেই সত্য বলে ছাত্রদের টেক্সট বুক বোর্ডের কল্যাণে মেনে নিতে হচ্ছে যা কার্যতঃ অসম্ভব।

কখনও কখনও টেক্সট বুক বোর্ড পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত পূর্ববর্তী তথ্যকে সংশোধন করে ভিন্নতর তথ্য হাজির করেছে, ঘটনাবলীর পূর্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বাতিল করে এসেছে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার নামে।

ইতিহাসকে শাসন করার এই ক্যানিউটীয় মনোবৃত্তিকে লালন-পালনের অবাঞ্ছিত স্পৃহাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অন্যমনস্ক ও অসতর্ক হওয়ার পথে পরিচালিত করেছে। এতে শুধু ছাত্ররাই দিশেহারা হচ্ছে না, জাতিকে শিক্ষিত করার নামে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষা দুই-ই একাধারে বিকৃতির শিকার হচ্ছে।

আশা করব, টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোন বই পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অনুমোদন করার আগে আরও সতর্ক হবেন এবং অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টির সম্ভাবনা দূর করবেন। উক্ত বইটির পরবর্তী সংস্করণে এই অসঙ্গতি দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।